বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বার্তা

১ম বর্ষ | ১ম সংখ্যা | জানুয়ারি-মার্চ ২০১০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) প্রায় ৬ বছর যাবৎ দেশের ছোট ও মাঝারী আকারের এনজিও এবং সিবিওদের অনুদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে। এসব কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নানা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএনএফ এবং এর সহযোগীদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দেশের দরিদ্র এবং অতিদরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হচ্ছে। এ সব কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার লক্ষ্যে অনেক দিন থেকেই একটা নিউজ লেটার প্রকাশনার তাগিদ অনুভব করা যাচ্ছিল। এরূপ তাগিদ থেকেই এ নিউজ লেটার প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এ নিউজ লেটারের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ও তার সহস্রাধিক সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম বিষয়ে সকল মহল জানতে সক্ষম হবে। এ নিউজ লেটার সম্পর্কে সকলের পরামর্শ ও মন্তব্য পেলে আগামীতে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে।

চেক বিতরণ

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে সাধারণত: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে সহযোগী সংস্থার মধ্যে চেক বিতরণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে চেক বিতরণ করা হয়।

চিত্র: মাননীয় অর্থ মন্ত্রী চেক প্রদান করছেন।

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে সহযোগী সংগঠনের মধ্যে অনুদানের চেক বিতরণ করেন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দেশে ভিক্ষুক পুনর্বাসনে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেন। তিনি ফাউন্ডেশনকে একটি স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের আহ্বান জানান। এ অনুষ্ঠানে তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ৪৬টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

চিত্র: ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান চেক প্রদান করছেন।

২০০৭ সালের ২৭ আগস্ট তারিখে বিয়াম ফাউন্ডেশনে আয়োজিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. এ. বি. মির্জা মোঃ আজিজুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৩৯টি এনজিওর মধ্যে ৫৫.৫০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান। স্বাগত ভাষণ দেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান।

২০০৮ সালের ২৭ মার্চ তারিখে আয়োজিত চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে ব্র্যাক-এর চেয়ারপার্সন জনাব ফজলে হাসান আবেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৪০টি এনজিওর মধ্যে ৫২.৫০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করেন।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ

অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী এনজিও সমূহ দক্ষতা, উপযুক্ততা ও সুব্যবস্থাপনার সাথে যাতে তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারে সে বিষয়টির প্রতি অত্র ফাউন্ডেশন যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। সহযোগী এনজিও গুলোর অধিকাংশই ছোট এবং কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। সেজন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত ৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সহযোগী এনজিও গুলোর প্রধান নির্বাহী, হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মী ও মাঠ কর্মীদেরকে হিসাবরক্ষণ/তহবিল ব্যবস্থাপনা, Organizational Development & Management এবং Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র চালুকরণ

সেবার পরিধি বৃদ্ধি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সরকারী তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে মানুষের কাছে নিয়ে আসা এবং জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস, নতুন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা, সুবিধা বঞ্চিত জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পিছিয়ে পড়া জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন) এর সহায়তায় গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র চালুর কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

চিত্র: যশোরের কেশবপুরে সহযোগী সংস্থা মানব সেবা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ডিজিটাল টেলিসেন্টার।

চিত্র: বাগেরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা কে.এন.কে.এস কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রে স্থানীয় ছেলে-মেয়ে ইন্টারনেট, ই-মেইল ও কম্পিউটার ব্যবহার করছে।

চিত্র: বাগেরহাট জেলার সহযোগী সংস্থা কে.এন.কে.এস কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রের মোবাইল কর্মী ল্যাপটপের সাহায্যে মাঠ পর্যায়ে মিষ্টি আলুর পোকা দমন ব্যবস্থা দেখাচ্ছেন।

প্রথম পর্যায়ে দি গুড আর্থ, ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), মানব সেবা সংস্থা, কারাপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা (কে.এন.কে.এস) সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এসোসিয়েশন (সেরা) ও সহায়তা নামক ৬টি সহযোগী সংস্থার পক্ষে ১২ জন কর্মী বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন)- এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে চাঁদপুর, ঠাকুরগাঁও, যশোর, বাগেরহাট, নেত্রকোণা ও জামালপুর জেলায় বিটিএন এর কারিগরি সহায়তায় গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র চালু করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ডাক দিয়ে যাই, ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ (ডিএনবি), মানব কল্যাণ সংস্থা (মাকস), পল্লী দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (আর.পি.ডি.ও), চন্দনাইশ সোসাইটি, অগ্রদূত ফাউন্ডেশন, ন্যাচার সার্ভিস এসোসিয়েশন (নাসা), উদয়ন সমিতি ও কুপতলা মহিলা উন্নয়ন সংস্থা নামক ৯টি সহযোগী সংস্থার পক্ষে ১৮ জন কর্মী বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন)- এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে পিরোজপুর, নীলফামারী, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, বাগেরহাট, রাজবাড়ী, নওগাঁ ও বগুড়া জেলায় বিটিএন এর কারিগরি সহায়তায় ৯টি গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্র চালু করেছে। এসব কেন্দ্র স্থাপনে মোট ব্যয়ের ৬০% অত্র ফাউন্ডেশন বহন করেছে এবং অবশিষ্ট ৪০% ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয়েছে।

চিত্র: বগুড়া জেলার সহযোগী সংস্থা কুপতলা গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রের মোবাইল কর্মী গ্রামীণ মহিলাদের তথ্য কেন্দ্র ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন করছেন।

চিত্র: টাঙ্গাইল জেলার পাকিয়া গ্রামে সহযোগী সংস্থা আরপিডিও কর্তৃক পরিচালিত গ্রামীণ তথ্য কেন্দ্রের মোবাইল কর্মী স্থানীয় ছাত্রদের তথ্য কেন্দ্র ব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত করছেন।

স্ট্রবেরী চাষ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থা ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) লিড এনজিও হিসেবে গুডা ও মানসিকা নামক সহযোগী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী, লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা ও কালিগঞ্জ উপজেলার ৪৩টি ইউনিয়নের ৪৯৯ জন কৃষককে স্ট্রবেরী চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কারিগরী সহায়তা, উৎপাদিত স্ট্রবেরী বাজারজাতকরণ, তদারকি ও সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজে সহায়তা প্রদান করছে।

গত ১৫ জানুয়ারী ২০১০ তারিখের মধ্যে ৩৭৭ জনকে ১৮,৮৫০টি স্ট্রবেরী গাছের চারা বিতরণ সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের কৃষকগণ স্ব-উদ্যোগে কিনেছে ১৬,৫৫০টি চারা এবং অন্যদের দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ৪,৭৯৪টি চারা কিনেছে। উক্ত কৃষকগণ ১ শতক থেকে ৭০ শতক পর্যন্ত জমিকে স্ট্রবেরীর আবাদ করেছে। চলতি বছরে আবাদকৃত মোট জমির পরিমাণ ৭.২৫ বিঘা এবং এ যাবৎ উৎপাদিত স্ট্রবেরীর পরিমাণ ২,৬৩৫ কেজি । মোট বিক্রির পরিমাণ ১,৪৯০ কেজি এবং খাওয়া হয়েছে ৫৩০ কেজি। বিতরণ ৬১৫ কেজি । গড়ে ৪৮০/- টাকা কেজি বিক্রি হয়েছে। প্রথম দিকে ৩০০ কেজি স্ট্রবেরী ৮০০/- টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। মাঝামাঝি সময়ে ৪০০ কেজি ৬০০/- টাকা দরে এবং শেষের দিকে অবশিষ্ট ৭৯০ কেজি ৩০০/০০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। প্রধান ক্রেতা ঢাকার সুপার স্টোর আগোরা ও আড়ং এবং স্থানীয় লোকজন। আগামী বছর বিপুল পরিমাণে স্ট্রবেরী চাষ বা উৎপাদন হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

চিত্র: স্ট্রবেরী গাছের চারা রোপন

চিত্র: গত ০৯ মার্চ ২০১০ তারিখে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্ট্রবেরী ফল সংগ্রহ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন।

ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সহযোগী এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল বায়েস গত ০৩-০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ঠাকুরগাঁও জেলা ভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থা ইকো-সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করে জানতে পারেন যে, সংস্থাটি ১৯৮৮ সালে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং বর্তমানে একটি সু-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি ইএসডিও-র লোকায়ন জাদুঘর পরিদর্শন করেন। জাদুঘরটি গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। ইএসডিও-র এই গ্রামীণ ঐতিহ্য ধরে রাখার প্রয়াস প্রসংশনীয়। পরে তিনি ইএসডিও পরিচালিত হ্যান্ডিক্রাফট সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ প্রত্যক্ষ করেন। এই হাতের কাজের মাধ্যমে অনেক মহিলা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। এ কেন্দ্র পরিদর্শনের পর তিনি পল্লী তথ্য কেন্দ্র দেখার উদ্দেশ্যে রাণীশংকৈল উপজেলার নেক মরদ গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পল্লী তথ্য কেন্দ্রের প্রধান লতিফুল হাসান তথ্যকেন্দ্র পরিচালনা বিষয়ক বিভিন্ন দিক তাঁর নিকট তুলে ধরেন। পল্লী তথ্য কেন্দ্রে নারদিস আক্তার ও আবু হাসান নামক দু'জন শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে দেখে তিনি তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। এই তথ্য কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেয়ে থাকে। যেমন : ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা, মুরগীর রোগ হলে তার প্রতিকার সম্পর্কে, কোন্ কোন্ ফসলে পোকার আক্রমণ হলে কি করতে হবে ইত্যাদি তথ্য স্বল্প ব্যয়ে বাড়ীতে বসেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তথ্যকর্মী লায়লা আঞ্জুমান আরা মুন একটি ল্যাপটপের মাধ্যমে চন্দনচহট গ্রামে একটি বাড়ির উঠানে ১৭-১৮ জন মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শুনছিলেন এবং তার সমাধান দিচ্ছিলেন । গ্রামের মহিলারা বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, মুরগির রোগের লক্ষণ, কৃষি তথ্য এখান থেকে পেয়ে থাকেন। উপস্থিত মহিলারা চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানালেন যে, এই তথ্য সেবা তাদের খুবই উপকারে আসছে। পল্লী তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের ফলে পল্লী অঞ্চলের মহিলারা উপকৃত হচ্ছেন। পরে চেয়ারম্যান মহোদয় এস,কে,এস, নামক সহযোগী সংস্থার কর্ম এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং কিশোরী উন্নয়ন প্রকল্পের একটি সেন্টারে ২৩ জন কিশোরীর সাথে আলোচনা করেন। চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানানো হয় যে, এই সেন্টারে কিশোরীদেরকে বই পড়া চর্চা, হাতের লেখা চর্চা, স্বাস্থ্যসেবা, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা ও দর্জি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এই কর্মসূচির ফলে কিশোরীরা শিক্ষা লাভ করে নিজেরা উপকৃত হচ্ছে এবং তাদের পরিবারও সচেতন হচ্ছে।

সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী এনজিওর কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য অবসর প্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১৪ জনকে অন্তর্ভুক্ত করত পরিবীক্ষণ টিম গঠন করা হয়েছে। তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শনের পর এনজিওর কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অফিস ব্যবস্থাপনা ও অনুদানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত সংশ্লিষ্ট এনজিও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নিকট প্রতিবেদন দেন। বর্ণিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ফাউন্ডেশন পরবর্তী কিস্তি জমা প্রদান অথবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ যাবৎ পরিবীক্ষণের ফলাফল নিম্নের চিত্র থেকে সুস্পষ্ট হবে।

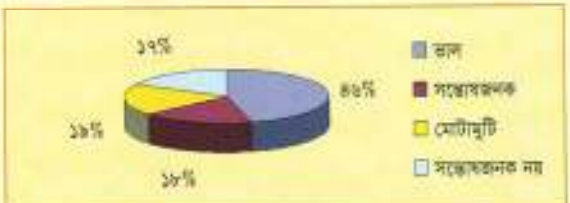

চিত্র: পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট তথ্য

সহযোগী এনজিওসমূহের আর্থিক ব্যয় ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিরীক্ষা

অনুদানপ্রাপ্ত এনজিওসমূহের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় ও হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে ৮টি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেছে। এসব নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি অঞ্চলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে অনুদানের অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র যথাযথ আর্থিক নিয়মাবলী অনুসরণ করেছে কিনা তা নিরূপণের পর ফাউন্ডেশনে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেন। এ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ আর্থিক রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ছাড়াও বাস্তবায়িত কাজের যথার্থতা নিরূপণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেন এবং কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। ফলে সহযোগী এনজিওদের কার্যক্রমে ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদীহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

বিএনএফ এর চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে গুলশানের "লেক শোর হোটেল এন্ড এপার্টমেন্টস"-এর ইকেবানা হল রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান। সভায় ফাউন্ডেশনের বিগত বছরের কার্যক্রমের উপর প্রণীত প্রতিবেদন গ্রহণ, ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেট অনুমোদন এবং ফাউন্ডেশনের চাকুরেদের চাকুরী বিধিমালা অনুমোদিত হয়েছে। সর্বোপরি সভায় ২০০৯-১১ সময়কালের জন্য পরিচালনা পরিষদের ৬ (ছয়) জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফর

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান গত ১৪ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে নাটোর, রাজশাহী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফর করেন। তিনি নাটোরে অবস্থিত টিএমএসএস আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান সহযোগী সংস্থার কর্মীদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত প্রশিক্ষণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য চলমান প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি কর্মীদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জানতে পারেন। তিনি নাটোর জেলায় কর্মরত ৪ (চার) সহযোগী সংস্থার নির্বাহি প্রধানদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতায় চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন। নাটোর শহরে কর্মরত সহযোগী সংস্থা একক আত্ম মানবিক উন্নয়ন সংস্থা পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের মান যাচাই করেন এবং লেখা-পড়ার মান "উন্নত" বলে নিশ্চিত হন।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখ সকাল ১০টায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজশাহী শহরে অবস্থিত লেডিজ অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার (লফস) নামক সহযোগী সংস্থার অফিসে রাজশাহী জেলায় কর্মরত বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ১৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহি প্রধান এবং অপরাহ্নে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সার্কিট হাউসে সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত ৪ (চার)টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহি প্রধানদের সঙ্গে সভায় মিলিত হন এবং সহযোগী সংস্থা সমূহের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত সভা শেষে তিনি কয়েকটি সংস্থার অফিস এবং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। রাজশাহী শহরে আসাদ কলোনী নামক স্থানে নাহরীন দুঃস্থ মহিলা সংস্থার অফিস

পরিদর্শনকালে কয়েকজন মহিলাকে তিনি সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে দেখেন। একই দিন তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার অন্তর্গত বৈলধা গ্রাম এবং ধুগিপাড়া নামক গ্রামের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ফলজ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। অনুরূপভাবে তিনি ২০ মার্চ ২০১০ তারিখে নওগাঁ জেলা সফর করেন।

চম্পা একজন সফল নারী

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানার শিবপুর গ্রামের অধিবাসী চম্পা রানী। চম্পার ঘরে দুই পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বামীর মেয়ে সন্তানের আশা পূরণ করতে আরও একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। দিনমজুর স্বামীর আয়ে পাঁচ জনের সংসার যেন চলতে চায় না। কিছুদিন ধরে চম্পা লক্ষ্য করছে স্বামী তার সাথে সংসারের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে তাকে এড়িয়ে চলে। বিনা কারণে তাঁর উপর নির্যাতন করে। ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে চম্পা সব সহ্য করে। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই চম্পার বিবেকহীন স্বামী আরও একটা বিয়ে করে। স্বামী এখন আর তার ও ছেলেদের খোঁজ-খবর রাখে না। নতুন বউ নিয়ে আলাদা জায়গায় থাকে। চম্পা তখন তিন ছেলে নিয়ে দিশেহারা। কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না। কারণ গ্রামের অধিকাংশ লোক গরীব। এরই মধ্যে বহুমুখী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) এর অনুদানের অর্থে বাস্তবায়িত কার্যক্রমে চম্পাকে সদস্য হিসেবে নির্বাচন করে ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে ১০/০১/২০০৬ তারিখে বিনামূল্যে ১৫০০/- টাকা মূল্যের একটি ছাগল প্রদান করে। গভীর অন্ধকারে যেন একটু আলোর দেখা পেল চম্পা। সে সারাদিন লোকের জমিতে কামলা দেয়ার পাশাপাশি ছাগলটির যত্ন নেয়। ছাগলটি প্রথমে ২টি বাচ্চা দেয়। চম্পার চোখে তখন নতুন স্বপ্ন। চম্পার ছেলেরা ছাগল গুলোকে দেখাশুনা করে। এভাবে দিন গড়িয়ে যায়। ইতোমধ্যে আড়াই বছর পার হয়ে গেছে। চম্পা সাতটি ছাগলের মালিক। সে এ পর্যন্ত চারটি ছাগল ১৪,৪০০/- টাকায় বিক্রি করেছে। সে তার বড় ছেলেকে স্বপ্নপুরীতে (বিনোদন পার্ক) দোকান করে দিয়েছে। সে প্রতিদিন ২০০/- থেকে ৩০০/- টাকা রোজগার করে। চম্পা তার দুই ছেলেকে ব্র্যাক স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। আজ তার কাছে তিন ছেলে আর বোঝা নয়। তিনটি সন্তান নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। আজ তার আর আর্থিক সংকট নেই। সমাজে যারা একদিন তাকে অবহেলা করত তারাই আজ চম্পার বাড়িতে এসে খাতির জমিয়ে পান খায়।

চিত্র: দুঃস্থ নারীদের মধ্যে বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে তিন কিস্তিতে মোট ৫.৫০ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটির কর্মএলাকা মেহেরপুর জেলার গাংনী, মুজিবনগর ও সদর উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও গ্রাম সমূহ বিস্তৃত।

সংস্থাটি কর্মএলাকার জনগোষ্ঠীকে আইন ও মানবধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া যেসব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও এতিম প্রয়োজনীয় অভিভাবকের অভাবে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত তাদের এবং স্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিতা বা অবহেলিত ও পরিত্যক্ত মহিলাদের ভরণ-পোষণ, যৌতুক, তালাক, দেনমোহর, বহু বিবাহ ও নির্যাতন সম্পর্কিত বিরোধ সমূহ সালিশী পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে। সংস্থাটি ভূমিহীনদের সম্পত্তি সংক্রান্ত মোকাদ্দমা, বন্দোবস্তকৃত ভূমি হতে উদ্ভূত মোকাদ্দমা এবং নাবালক, বিধবা ও অসহায়দের স্বার্থ রক্ষার্থে তাদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

চিত্র: আইন, মানবাধিকার ও সালিশ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ২ কিস্তিতে প্রাপ্ত ৩,০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার অনুদান দ্বারা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সমগ্র মেহেরপুর জেলাকে কর্ম এলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সংস্থা 'বিকল্প পন্থায় বিরোধ নিষ্পত্তি' কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ৫৭ জন ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদেরকে যৌতুক, নারী নির্যাতন, বালাবিবাহ ও খোরপোষ আদায় ইত্যাদি বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সালিশী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। যৌতুক, নারী নির্যাতন, বালাবিবাহ ও খোরপোষ ইত্যাদি বিরোধপূর্ব সংক্রান্ত যে সকল মামলা আদালতে নিষ্পত্তিতে ২-৪ বছর সময়ের প্রয়োজন হ'ত। পূর্বে নির্যাতিত বা ভুক্তভোগী মহিলাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা মামলা প্রমাণ করা দুরূহ ছিল। সংস্থাটির প্রচেষ্টায় দু পক্ষের সমস্যা মনোনীত সালিশের মাধ্যমে ২-৪ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে। অভিযোগ দায়েরের পর সালিশীদের মধ্যস্থতায় আপোসে সর্বাধিক ২,০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত আদায় করত সংশ্লিষ্ট নির্যাতিত বা ভুক্তভোগী মহিলাকে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তালাকের মাধ্যমে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। তাদের স্বামীরা দ্বিতীয় বিবাহ করায় যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে অভিযোগ আসার পর বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে উভয় স্ত্রীকে নিয়েই ঘর সংসার করছেন। এনজিও ফাউন্ডেশনের অনুদানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ তাদের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন এনেছে।

চিত্র: এক সন্তানের জননী রেহেনা খাতুন স্বামী ও শাশুড়ী কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে বাপের বাড়ী অবস্থান করেন : সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়ে পুনরায় তাঁরা ঘর সংসার করছেন।

অন্বেষণ

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোতয়ালী থানায় অবস্থিত অন্বেষণ নামক এনজিওটি গত ২০/০৯/০৭ এবং ১০/১১/০৮ তারিখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে যথাক্রমে ১ লক্ষ ও ১ লক্ষ অর্থাৎ মোট ২ লক্ষ টাকার অনুদান পেয়েছে। সংস্থাটি অনুদানের অর্থে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত সুজলপুর ইউনিয়নে সেলাই প্রশিক্ষণ (নর্জি বিজ্ঞান, ব্লক, বাটিক ও এ্যাপ্রন) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

সংস্থাটি ২২৫ জন যুব মহিলাদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদে কয়েকটি পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ৪টি সেলাই মেশিন, ১টি টেবিল, ৫টি চেয়ার, ১টি ব্ল্যাক বোর্ড, ৪টি তথ্য বোর্ড, ৫টি কাঁচি, ২টি ইস্ত্রিসহ কাপড়, চট ইত্যাদি উপকরণ ক্রয় করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ে সেলাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষিত হয়েছে এবং সেলাই কাজের মাধ্যমে জীবন যাত্রার নির্বাহের সক্ষমতা অর্জন করেছে। এদের মধ্য থেকে ১৫ জন নিজ উদ্যোগে সেলাই মেশিন ক্রয় করত কাজ করছেন এবং উপার্জন করছেন।

পরস্পর

সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে ৪টি কিস্তিতে মোট ৭ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়ে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটির কর্মএলাকা পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার সদর, মাড়েয়া, বেংহাড়ী, ময়দানদিঘী ও কলইশালসিড়ি ইউনিয়ন সমূহ।

সংস্থাটি কর্মএলাকার জনগোষ্ঠীকে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, র‍্যালী, সভা-সমাবেশ ও নাটক আয়োজন করেছে। জেলার তিনদিকে ভারত সীমান্ত থাকায় সেখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই বেশী। বোদা উপজেলা সীমান্তবর্তী হওয়ায় সেখানে এইচআইভি/এইডস হওয়ার ঝুঁকি বেশী। তাই সংস্থাটি স্থানীয় জনগণকে বিভিন্নভাবে সচেতন করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র: স্থানীয় ইমাম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দেরকে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে।

সংস্থাটি নারী ও শিশু পাচারকারী, দালাল, পাচারের কৌশল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় সে সম্পর্কে স্থানীয় মানুষকে বিভিন্নভাবে সচেতন করে তুলছে। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের কি কি কাজে ব্যবহার করা হয় এবং কেন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয় এবং পাচারের শাস্তি কি হতে পারে সে সম্পর্কে অবহিত করা ছাড়াও কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে মানুষকে উঠান বৈঠক ও মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

চিত্র: নারী ও শিশু পাচারের কুফল সম্পর্কে স্থানীয় জনসমষ্টিকে মঞ্চ নাটিকের মাধ্যমে গণ সচেতনতা সৃষ্টিকরণের দৃশ্য ।

পল্লী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

পল্লী ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নামক সহযোগী সংস্থা ২৪ জুলাই ২০০০ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে রেজিস্ট্রেশন লাভের মাধ্যমে যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের নিকট থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দ্বারা পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। দুই বছরে ৬টি পুকুরে মোট ৩০ জনকে মিশ্র মাছ চাষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৩০ জনকে বিনা মূল্যে মাছের পোনা বিতরণ করা হয়। প্রথম বছরে ১৫ জন উপকারভোগী পুকুরে মাছ চাষ করে প্রায় ২ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীতে উপকারভোগীরা নিজ উদ্যোগে মিশ্র মাছ চাষ চালিয়ে যাচ্ছে ।

পুকুরে কার্প জাতীয় মাছ চাষে সফল হওয়ায় সংস্থাটি তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তিতে একই কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেছে। এ কর্মসূচিতে সংস্থাটির অনুকূলে গত ০২/০৩/২০১০ তারিখে তৃতীয় কিস্তিতে ২,৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে উৎপাদিত মাছ । প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্যচাষীরা মাছ সংগ্রহ করছেন।

চিত্র: যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষে উৎপাদিত মাছ দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বর্ণপদক লাভ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক যুগ্ম-সচিব জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান গত ২৮ মার্চ ২০১০ তারিখে পাবনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত ২০১০ সালের স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়েছেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে জন-প্রশাসনে তাঁর সততা, দক্ষতা, ন্যায়পরায়নতা এবং সাহসী ভূমিকার স্বীকৃতি স্বরূপ পাবনা টাউন হল মহদানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁকে একটি স্বর্ণপদক, পনেরো হাজার টাকার একটি চেক এবং একটি সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা পদক পেয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন- মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য পাবনার সাবেক জেলা প্রশাসক মরহুম মোহাম্মদ নূরুল কাদের খান (মরণোত্তর), শিক্ষায় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ আর শামসুল ইসলাম, সাহিত্য-সাংস্কৃতিতে জনাব ইমদাদুল হক মিলন এবং ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষয়রা গ্রুপের চেয়ারম্যান সামসন এইচ চৌধুরী।

চিত্র: পাবনার জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে পদক ও সম্মাননা গ্রহণ করছেন বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ।

চিত্র: রাজশাহী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার এবং পাবনার জেলা প্রশাসক ও অন্যান্যের সঙ্গে পদক ও সম্মাননা প্রাপক ব্যক্তিগণ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গঠন

০২ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের জারীকৃত রিজুলিউশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ০৪ আগষ্ট ২০০৫ তারিখে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকেই একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিএনএফই প্রথম কোন দেশীয় সংস্থা যার মাধ্যমে সরকারের বাজেট বরাদ্দের অর্থের আয় হতে অনুদান প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বিএনএফ একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিএনএফ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়ন-বিশেষ করে নারী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সেবা সহায়তা কাঠামোর ভিত্তি সুদৃঢ় করে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে এসে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

২০১০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১০৪৬টি সহযোগী এনজিওর মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে ২৯.৬৫ কোটি টাকা অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে। এই সকল এনজিওসমূহ প্রায় ৭৫টি কর্মসূচি নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ সামাজিক উন্নয়নের যে সব কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

- প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ;
- নারীর ক্ষমতায়ন ;
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (ওয়াটসান) ;
- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন ;
- সামাজিক বনায়ন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ;
- স্বাস্থ্য সেবা ;
- সেলাই, হস্তশিল্প ও দর্জি প্রশিক্ষণ ;
- উপজাতি ও আদিবাসীদের উন্নয়ন ;
- ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং সবজি চাষ ;
- কর্মজীবী শিশু ও অতি দরিদ্রদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ;
- বয়স্ক শিক্ষা ;
- নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা ;
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ;
- মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ; এবং
- কৃষি ক্ষেত্রে নূতন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ;

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এগার সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল বায়েস কে সরকার অত্র ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করায় তিনি গত ১৮ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে অত্র ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সরকার এখনও পরিচালনা পরিষদের ৩ জন সদস্য মনোনয়ন না দেয়ায় বর্তমানে ৮ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক ফাউন্ডেশন পরিচালিত হচ্ছে ঃ

১। **অধ্যাপক আব্দুল বায়েস** - চেয়ারম্যান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

২। **জনাব এস, এম, আল হোসায়নী** - সদস্য
নির্বাহি পরিচালক, কনির্ভর বাংলাদেশ

৩। **ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম** - সদস্য
চেয়ার, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ

৪। **ডঃ সৈয়দ শামসুজ্জামান** - সদস্য
পরিচালক (সম্পদ ও পরিবেশ), আরডিআরএস-বাংলাদেশ

৫। **জনাব মোহাম্মদ আবদুল মজিদ** - সদস্য
সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

৬। **জনাব সি, কিউ, কে, মুসতাক আহমদ** - সদস্য
সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

৭। **মিসেস অনিমা মন্ডল** - সদস্য
নির্বাহি পরিচালক, ক্লানশিপ এ্যাসোসিয়েশন

৮। **জনাব মুহম্মদ আবু তাহের খান** - সদস্য
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

অধিক সন্তান
দারিদ্রের লক্ষণ

সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় : মুহম্মদ আবু তাহের খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক। সকল যোগাযোগ : বিএনএফ মিডিয়া সেন্টার : বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ), ৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। ফোনঃ ৮৮-০২-৯৮৮৮১১৬, ৯৮৮০২৩০, ৯৮৮৩১৩৯, ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৮৮৩৭১৪৯, ই-মেইল: bnf@bdmail.net ওয়েব সাইট: www.ngofoundation.org.bd